আলমডাঙ্গায় দু’দিনেও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ স্কুলছাত্র লাবিবের

আলমডাঙ্গা উপজেলার জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্র আহমেদ আব্দুল্লাহ লাবিব (১৪)। গত রবিবার নিখোঁজের দিন সকালে তার মায়ের নিকট টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। সে আর ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে সব আত্মীয়- স্বজনের বাড়ি খোঁজ করা শেষ, কিন্তু হদিস মেলেনি লাবিবের। তারা দুই ভায়ের মধ্যে লাবিব ছোট।

গত ২ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে সে। ছোট ছেলেকে হারিয়ে পাগল প্রায় মুদি দোকান ব্যবসায়ী বাবা মো: জান্নাত আলী আর গহিণী মা কহিনুর খাতুন। তাঁর ছেলে কি সত্যি নিখোঁজ আছে নাকি কোনো অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এই দম্পতি।

এ নিয়ে পরের দিন সোমবার লাবিবের বাবা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আরেকদিন খোঁজাখুঁজির পর জিডি করার পরামর্শ দেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মুদি দোকানী জান্নাত আলীর ছোট ছেলে লাবিব। সে স্থানীয় জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। গত রবিবার সকালে প্রাইভেট পড়া নিয়ে তার মায়ের সাথে মনোমালিন্য হয়। পরে বাড়ির পাশে প্রাইভেট শেষে তার মায়ের নিকট থেকে টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। পরে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের সদস্যরা তাকে নিকটতম সকল আত্নীয়-স্বজনের

বাড়িতেও খোঁজাখুঁজি করেছে। লাবিবের উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। গায়ের রঙ শ্যামলা। বাড়ি থেকে যাবার সময় জিন্সের প্যান্ট ও কালো রঙের টি-শার্ট পড়েছিল। এরপর থেকে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে শিশুটি। ছেলেটির কোন সংবাদ পেয়ে থাকলে ০১৭৪৬-৯২৬৯৪৫, ০১৭৯৩-৪১৯২৬২ এ নাম্বারে জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে।

হাঙ্গামা করার চেষ্টা করলে পিঠের চামড়া থাকবে না- টিলু

হারদির মাটিতে বিএনপি ২০০১ সালে ভোট পেয়েছিল ১০ হাজার আর আওয়ামীলীগ পেয়েছিল ১৫’শ। হারদির মাটি বিএনপির ঘাঁটি। বিএনপির কিছু লোক সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আওয়ামী লীগ ভয় দেখিয়েছে, জেলে দিয়েছে ও মানুষকে ঘুমাতে দেয়নি। আর তোমরা কয়জন ডাকাতি করছো। তোমাদের পিঠের চামড়া থাকে না। বিএনপি ১/২ বছর পর হয়ত নির্বাচনে আসবে। বেলগাছিতে (শুক্রবার) মার খেয়েছো, আজকেও আবার খাইবা। আজকের সফর সঙ্গীদের সামনে এসে দাঁড়াও। তোমরা বেশি উপদ্রব সৃষ্টি ও হাঙ্গামা করার চেষ্টা করো না। বিএনপি কোন দাঙ্গাবাজ করবে না। যদি তোমরা দাঙ্গাবাজ করতে যাও তবে তোমারে রক্ষা নাই।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে জোহা মাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় হারদি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু এমন মন্তব্য করেন।

এসময় তিনি জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফের উদ্দেশ্যে বলেন, কে এই শরীফ? শরীফের ভাই টরিক সিঙ্গাপুর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তার বন্ধু শেখ হাসিনা সফর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সে বিএনপির কিছু ছেলেদের নিয়ে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। তারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের কিছু ছেলেদের নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়াচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম। সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিচ, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল হক, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব, হারদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ

সম্পাদক জমির উদ্দীন, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা: আলাউদ্দিন।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের যুগ্ন-আহবায়ক নাসির উদ্দীন, আরিফুল ইসলাম ডালিম, আতিয়ার রহমান চিনি, পৌর যুগ্ন-আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন, মঙ্গল, আনোয়ার, নজরুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস, গোলাম মোস্তফা, বোরহান উদ্দীন, আব্দুল্লাহ, মল্লিক, আব্দুর সালাম, হযরত আলী, সোয়েব আক্তার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তৌফিক খাঁন, যুগ্ন-আহবায়ক বাকি বিল্লাহ।

আলমডাঙ্গায় ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণহত্যার বিচারের দাবি এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আলমডাঙ্গা উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি আকরাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ডা: ওয়ালিদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম, আক্তার আলী, হাফেজ মো: আমির হামজা, মীর শফিক, শরিফুল ইসলাম, খাজা মইনুদ্দিন, মুফতি সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামণায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া অনুষ্ঠানে দলে দলে নেতা নেতাকর্মীদের যোগদানের মধ্য দিয়ে এক জনসভায় রুপ নেয়।

দোয়া ও আলোচনা সভায় বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ঝন্টু মালিতার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক সভাপতি সহিদুল কাউনাইন টিলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাউনাইন টিলু বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যেসকল ভায়েরা জিবন দিয়েছে তাদের আত্নার মাগফিরাত কামণা করছি। এসময় তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচার এরশাদ সরকার পতনের পর নির্বাচনের জনগণ বেছে নেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। রাজপথ হয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর গৌরবে অভিষিক্ত হন বেগম খালেদা জিয়া।

তিনবার সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন তিনি। বেগম খালেদা জিয়ার বন্দীত্বকালের সাড়ে ছয় বছরে তার বড় পুত্র তারেক রহমান লন্ডনে থেকেই দলকে তৃণমূল শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তার মা বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনেও তিনি প্রবাসে। তবে এখন বিএনপির প্রতিটি নেতা-কর্মী-সমর্থক স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশে এই নেত্রীর জন্মদিন ও দোয়া মাহফিল পালন করছেন। শেষে নেত্রীর আশু রোগমুক্তি কামনা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মৃত্যুবরণকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়র পরিষদের চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন

সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিচ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলের সভাপতি শরিফউজ্জামান শরিফ, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি চাঁদ আলী।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওহাব মাষ্টার, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রফিক মেম্বর, গাংনী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি হাবলু মিয়া, সহ-সভাপতি নাজিমদ্দিন, আশরাফুল ইসলাম, হাসিবুল হক, মনিরুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম (এসজিটি আব:), তুষার, সমসের, আহসান হাবিব সুইট, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক লিখন, সাঈদ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক নাজির, নাঈম, সুমন, ছাত্রনেতা রুমন, জেহালা ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতিসহ স্থানীয় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভায় শরিফুজ্জামান শরীফ

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুণ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে গতকাল বুধবার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচীব শরিফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, এই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সংগ্রামী সাথী বন্ধগণ আজকে আমাদের বাংলাদেশ

দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। এই দ্বিতীয়বার স্বাধীন হওয়ার ভেতর দিয়ে আমাদের যে শিক্ষা হয়েছে, আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো আওয়ামী লীগ যা করেছে, আমরা তা করবো না। আমাদের বিএনপির নেতৃবৃন্দ যদি আওয়ামী লীগ যা করেছে, সেটা করে তাহলে আওয়ামীলীগকে জনগণ যে কারণে প্রত্যাখান করেছে। আমাদের তা করবে। আমরা যেহেতু এই দেশকে ভালোবাসি, আমরা জনগণকে ভালোবাসি। আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, আমাদের নেতা বেগম খালেদা জিয়া। তাঁদের নীতি আদর্শ, তাঁদের পথচলা আমরা অনুসরণ করে এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় শহীদ জিয়ার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি রাজনীতি করতে চাই।

তিনি বলেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক নির্বাহী সদস্য এমদাদুল হক ডাবু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিপটন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের আহব্বায়ক জাহিদ হোসেন শুভ।

বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউজ্জামান, বেলগাছী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা সলোক মিয়া, সমি, তপু, বোরাহান, লিটন, তারিকুল, সাহাংঙ্গীর বজলুর রহমান ও কিতাব উদ্দিন। বেলগাছী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি প্রান্ত, সাধারণ সম্পাদক নীরব, সহ-সভাপতি জীবন, যুগ্ন আহব্বায়ক নাজিম, সোহান, জিহাদ, মাহফুজ, রাসেল, জিল্লু জীম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও শান্তি সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্টিত। গতকাল বাদ আসর বিক্ষোভ মিছিল শেষে আলতায়েবা মোড়ে শান্তি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতে আমির সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ দারুস ছালাম।

উপজেলা জামাতের সেক্রেটারি মামুন রেজার উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন পৌর আমির মোঃ মাহের আলী, পৌর নায়েবে আমির নজরুল ইসলাম, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন।

এসময় উপজেলা আমির দারুস ছালাম বলেন, বৈশ্যম্যবিরোধি ছাত্রআন্দোলে সৈরাচারি হাসিনা সরকারের পতন হয়। সৈরাচারের পতনের পর থেকে দেশে এখন ক্রান্তিকাল চলছে, ইতোমধ্যে অন্তবর্তিকালিন সরকার প্রতিষ্টিত হয়েছে, তারা দেশ সংস্কারের কাজ করছে। এর মধ্যে দেশে অস্থিতি শীল করতে পতিত সৈরাচারি করকারের দোষররা আবারও নানা রকম পায়তারা করছে, আমরা যে কোন মুল্যে ছত্রদের আন্দলনের ফসল নষ্ট হতে দেব না। তাই আসুন আমরা হিন্দু, মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সকলে একত্রে মিলে মিশে দেশটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলি। কেউ কোন রকম বিশৃঙ্খলা করতে চাইলে আপনারা তাকে আইনের হাতে তুলে দেবেন।

সভায় বক্তরা আরো বলেন সাবেক সৈরাচারি সরকার এই দেশে জুলুম নির্যাতন চালিয়ে ইসলামি চেতনায় বিশ্বাসি দলগুলিকে চরম ভাবে নির্যাতন করেছে, আমরা রাজনৈতিক ভাবে তাদের মোকাবেলা করব, কোন ভাবেই আইন নিজের হাতে তুলে নেব না। জনগন আমাদের বিশ্বাস করে, তাই আমরা জনগনকে নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহ- সেক্রেটারি প্রভাসক শফিউল আলম বকুল, পৌর সেক্রেটারি শেখ নুর মোহাম্মদ টিপু, উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রবিউল ইসলাম, পৌর শিবিরের সভাপতি আক্তারুজ্জামান, জামাত নেতা ইউসুপ আলী মাষ্টার, বেলাল হুসাইন, শাজাহান আলী, আমানউদ্দিন, সামসুল ইসলাম, সজিবুল ইসলাম, ফজলুল হক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় আনসার ভিডিপির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা আনসার ও ভিডিপির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে এ বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন উপজেলা আনসার ভিডিপির কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম।

এ সময় আনসার ও ভিডিপি’র উপজেলা প্রশিক্ষক মাজিদুল হকসহ ইউনিয়ন দলনেতা ও দলনেত্রী এবং আনসার প্লাটুন কমান্ডার ও সহকারি আনসার প্লাটুন কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে আনসার কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম বলেন, দেশের পরিবেশ ধরে রাখতে হলে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। সকলে নিজ উদ্যোগে বাড়িতে কমপক্ষে দুটি গাছ রোপন করতে হবে। নিজের পাশাপাশি গাছ রোপনে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর আগে আনসার ও ভিডিপির কর্মীদের মাঝে তাদের পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে চিরকুট লিখে হোটেল মালিকের আত্মহত্যা

আমাকে গোসল করাবা দোকানের মধ্যে যেটি হোটেল হিসেবে আছে। আমার কাপড় চোপড় ইত্যাদি যা আছে, তোমার কাজে লাগলে নিবা। তা না লাগলে গরীব কাউকে দিয়া দিবা। তোমাকে আমি ফোন দিব ফজরের নামাজের পর। এভাবে চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন আবু সাবের (৫৫) নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী।

গতকাল রবিবার রাতে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামে তার একটি হোটেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছেন। নিহত আবু সাবের

খুলনা জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার বানিয়া খামার বাড়ির সোনাডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৫ বছর আগে পারিবারিক বিরোধের কারণে নিহত আবু সাবের খুলনা থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামের পূর্ব পরিচিত হাবিবুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তিনি কিছুদিন তার বাড়িতে থাকায় তাদের পারিবারিক ঝামেলা দেখা দেয়। এরই একপর্যায়ে আবু সাবের হাবিবুর ফকিরের বড় ভাই আশানুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তার বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করছিল। আশানুর ফকিরের দেওয়া জায়গায় গত ৬ মাস আগে সে চা, কফি ও হোটেল নির্মাণ করে ব্যবসা করছেন। গত শনিবার রাতে ১৬ পৃষ্ঠার একটি খাতায় তার মান অভিমানের কথা লিখে এক যুবকের কাছে দেয়। তাকে জানায়, গতকাল রবিবার সকালে আশানুর ফকিরের ছেলে মিজানের নিকট খাতাটি দিবে।

তারা আরও জানান, গত শনিবার রাতে সবাই বাড়িতে চলে গেলেও আবু সাবের তার ওই হোটেলেই ছিল। রবিবার সকালে দোকান বন্ধ দেখে স্থানীয়রা ডাকাডাকি করে। পরে এলাকাবাসী ও পুলিশের সহযোগীতায় হোটেলের দরজা ভেঙে আবু সাবের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এলাকাবাসী দাবি করে, খাতায় ১৬ পৃষ্ঠায় লেখা তার মান-অভিমানের কথা লেখা থাকলেও ঝুলন্ত লাশ দেখে মনে হচ্ছে তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

খবর পেয়ে থানার উপ- পরিদর্শক (এসআই) গোলাম হোসেন ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে সুরতহার রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্টও নেওয়া হয়েছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধার আত্নীয়রা এসে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গার মোড়ে মোড়ে যানবাহনের শৃঙ্খলা ফেরাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

অগোছালো আলমডাঙ্গা পৌর শহরের যানবাহনের শৃঙ্খলা ফেরাতে সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্রাফিকের দায়িত্বপালন করছে কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থীরা। গত তিন দিন যাবৎ শহরের আলতায়েবা মোড়, চারতলার মোড়, রেল স্টেশন, সাদাব্রিজ ও লালব্রিজ এলাকায় তাদের দায়িত্বপালন করতে দেখা যায়। ছাত্রদের পাশাপাশি রয়েছে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আনসার সদস্যরাও।

আজ শনিবার সকালে লালব্রিজ মোড়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন কয়েকজন ছাত্র। দায়িত্বপালনে কথা হয় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের দ্বাদশ পড়ুয়া শিক্ষার্থী সজিব আহমে¥দের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘নাজুক অবস্থায় পৌর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা। এ শহরে যানবাহনের সংখ্যা বাড়লেও দীর্ঘদিন ট্রাফিক কোন ব্যবস্থা ছিল না। যত্রতত্র পাকিং ও শৃঙ্খলা বিহীন যানবহন চলাচলে শহরে যানজট লেগেই থাকত। আমরা শহরের গুরুত্বপূণ মোড়ে মোড়ে যানবাহনের শৃঙ্খলা ফেরানোর চেষ্ঠা করছি।

আরেক শিক্ষার্থী সাজেদুর রহমান সানজিদ বলেন, দেশের পাশাপাশি আমাদের নিজেদের শহর সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। বৈষম্য ছাত্র সংগঠনের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এক সঙ্গে সড়ক পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো হয়েছে।

ছাত্রদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পৌর এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষ। তারা দাবি করেন, এ শহরে দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সড়কজুড়ে যানজট, ফুটপথ দখল, যত্রতত্র যানবাহন পাকিং করায় চলাচলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। পৌর কতৃপক্ষ জলাবদ্ধতা দুরীকরণেও কোন সময় উদ্যোগ নেয়নি। এ শহরে যানবহন বাড়লেও ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি তারা। সড়কে পরিচ্ছন্নতার নামে তামাশা করে। আজকের ছাত্র আলমডাঙ্গা পৌরবাসীকে দেখিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছা করলেই সব কিছু সম্ভব।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থানের পর শহরে কোন পুলিশ নেই। শহরের শৃঙ্খলা রক্ষায় ছাত্রদের পাশাপাশি আনসার সদস্যরাও দায়িত্বপালন করছেন। এ অবস্থায়

শহরবাসীর জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকেই সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণে নেমেছি।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে খাসকররা মাধ্যমিক হাইস্কুলে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রাজা, সহ- সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ পিন্টু কাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সহিংসতাকে পরিহার করুন। যারা ভাঙচুর ও লুটপাট করছে এরা কেউ বিএনপির কেউ না। যদি কেউ এধরণের কাজের সাথে লিপ্ত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও নেতা আরো বলেন, আমাদের এলাকায় যারা সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করে, তাদের পরিবারগুলোকে রক্ষায় সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কেউ যদি তাদের উপরে কোন ধরণের অত্যাচার করে তাদের নিজ হাতে প্রতিহত করতে হবে।